بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সত্যের আধুনিক প্রকাশ
◆
মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন
www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

দাম্পত্য জীবনে

নবীজীর ﷺ আচরণ ও উপদেশ

অনুবাদ ও সংকলন
মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ

সম্পাদনা
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

দম্পত্য জীবনে নবীজীর ﷺ আচরণ ও উপদেশ
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
furqandhaka@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২৫ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; ৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০২৫ / শাবান ১৪৪৬
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ +৮৮০১৮৩০৩৩৮১০৫
প্রুফ সংশোধন : মুশতাক আহমদ
ISBN: 978-984-94709-1-5
মূল্য : **৳২৪০** (হার্ড কভার)**; ৳২০০** (পেপারব্যাক) USD 10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; ww.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

দাম্পত্য জীবনে সবাই সুখী হতে চায়। তবে এটি যত সহজেই চাওয়া হয়, বিষয়টি এত সহজ নয়। জটিল পৃথিবীতে সংসার জীবনও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। জাগতিক চাওয়া-পাওয়া বেড়ে গেলে দাম্পত্য জীবনেও এর প্রভাব পড়ে। অশান্তি বাড়ে। এখন মুসলিম পরিবারগুলোতে ঝগড়া-ফ্যাসাদ এবং বিচ্ছেদের হার আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। পাশ্চাত্যের দর্শন ও সংস্কৃতির আগ্রাসনে নারীদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে এক ধরনের সাহসী ও উগ্র স্বাধীন মনোবৃত্তি। আর পুরুষরাও স্ত্রীদের প্রতি বিশ্বস্ত না থেকে অবৈধ ভোগ-বিলাসে মেতে উঠেছে। মূলত ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুতিই এর মূল কারণ। *দাম্পত্য জীবনে নবীজীর ﷺ আচরণ ও উপদেশ* গ্রন্থে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

এ গ্রন্থে দুটি আরবি গ্রন্থের অনুবাদ ও সংকলন করা হয়েছে। প্রথমটিতে দাম্পত্য জীবনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিগত আচরণ এবং দ্বিতীয়টিতে নবদম্পতির প্রতি ত্রিশটির অধিক উপদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে গ্রন্থটি সংকলন করা হয়েছে। এ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের জীবনে তা প্রয়োগ করতে পারলেই আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়ে উঠবে। এতে আমরা আখেরাতেও সফলকাম হতে পারব ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান

১ ফেব্রুয়ারী ২০২৫

কিছু কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

বিয়ে মানবজীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তৈরি হয় হৃদ্যতা ও দয়া; স্ত্রী হয়ে ওঠে স্বামীর শান্তির ঠিকানা। একে অন্যের পোশাক হয়ে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই বিয়েই দিনদিন অশান্তির আঁতুড়ঘর হয়ে উঠছে। ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য এবং বিবাহবিচ্ছেদ যেন প্রতিদিনের স্বাভাবিক ঘটনা। কারও প্রতি কারও অভিযোগের কমতি নেই। মূলত কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি উদাসীনতাই এজন্য দায়ি। একজন আদর্শ স্বামী হিসেবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সবার সেরা। তাই সংসারে সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তাঁর বৈবাহিক জীবনের পাঠ অনিবার্য।

দাম্পত্য জীবনে নবীজীর ﷺ আচরণ ও উপদেশ গ্রন্থটি মূলত আরবি ভাষায় রচিত দুটি গ্রন্থের সংকলন। প্রথমটিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামী হিসেবে কেমন ছিলেন, দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীদের সঙ্গে কী আচরণ করেছেন—এর আলোচনা রয়েছে। এতে বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে স্ত্রীদের সাথে তাঁর ভালোবাসা-ঘনিষ্ঠতা ও আনন্দ-বেদনার পবিত্র চিত্র ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয়টিতে নবদম্পতির প্রতি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ত্রিশটির অধিক উপদেশ জমা করা হয়েছে। বিয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে কী করণীয়, তা নির্ভরযোগ্য হাদীসের আলোকে আলোচিত হয়েছে।

আশা করা যায়, প্রতিটি মুসলিম দম্পতির সুন্দর ও সুখী সংসার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মাদ আশরাফ
জামিয়া দারুল আরকাম আল-ইসলামিয়া
উত্তরা, ঢাকা

২৮ রজব ১৪৪৬

সূচিপত্র

১

দাম্পত্য জীবনে নবীজীর ﷺ আচরণ

ভূমিকা ১২

১। স্ত্রীর সাথে কোমল আচরণ ১৩
২। ভালোবাসা তৈরির কৌশল ১৮
৩। স্ত্রীদের সাথে নবীজী ﷺ-এর সুন্দর আচরণ ২১
৪। স্ত্রীদের আচরণে নবীজী ﷺ-এর সহনশীলতা ২৫
৫। স্ত্রীদের প্রতি নবীজী ﷺ-এর কৃতজ্ঞতা ২৮
৬। স্ত্রীদের প্রতি নবীজী ﷺ-এর ন্যায়সঙ্গত আচরণ ৩০
৭। স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহারের প্রতি নবীজী ﷺ-এর উৎসাহ ৩৪
৮। প্রয়োজনে স্ত্রীদের সাথে নবীজী ﷺ-এর কঠোরতা ৩৮
৯। স্ত্রীদের সাথে নবীজী ﷺ-এর স্নেহসুলভ আচরণ ৪১
স্ত্রীর অনুভূতি জানা ৪১
স্ত্রীর ঈর্ষা ও ভালোবাসা বোঝা ৪২
স্ত্রীর মন ও ভাবভঙ্গি অনুধাবন করা ৪২
দুঃখ-কষ্টে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করা ৪৩
স্ত্রীর প্রতি নিজের ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ করা ৪৩
স্ত্রীকে সুন্দর ডাকনামে ডাকা ৪৪
স্ত্রীর সাথে পানাহার করা ৪৪
স্ত্রীর অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিরক্ত না হওয়া ৪৪
স্ত্রীর কোলে হেলান দেওয়া এবং ঘুমানো ৪৪
স্ত্রীকে নিয়ে ভ্রমণ করা এবং তাকে সঙ্গ দেওয়া ৪৫
স্ত্রীকে ঘরের কাজে সাহায্য করা ৪৫
স্ত্রীর কাজ হালকা করতে নিজের কাজ নিজে করা ৪৫
স্ত্রীর আনন্দে বিরক্ত না হওয়া ৪৬
স্ত্রীর প্রিয় মানুষদের সাথে সৌহার্দ্য রাখা ৪৬
স্ত্রীর প্রশংসা করা ও তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ৪৭

স্ত্রীর খুশিতে আনন্দ প্রকাশ করা ৪৭
স্ত্রীর খেলাধুলায় সন্তুষ্ট থাকা ৪৭
স্ত্রীর ভালো গুণ দেখা ৪৮
স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করা ৪৮
স্ত্রীকে প্রহার না করা ৪৮
স্ত্রীর প্রতি সমবেদনা জানানো ও তার অশ্রু মুছে দেওয়া ৪৮
স্ত্রীর মুখে লুকমা তুলে দেওয়া ৪৯
স্ত্রীর প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে উৎসাহী হওয়া ৪৯
স্ত্রীর ওপর ভরসা রাখা এবং তাকে সন্দেহ না করা ৪৯
স্ত্রীর খোঁজ-খবর ও যত্ন নেওয়া ৫০
স্ত্রীর হায়েযের অবস্থার বিবেচনা করা ৫০
স্ত্রীকে সফর-সঙ্গী বানানো ৫০
স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতা করা ৫০
স্ত্রীর জন্য সুন্দর উপনাম পছন্দ করা ৫১
স্ত্রীর আনন্দ-বিনোদনে অংশগ্রহণ করা ৫১
ঘরে আনন্দ-উৎসব করা ৫২
স্ত্রীর পরিবারকে ভালোবাসা ও সম্মান করা ৫২
খারাপ সময়ে স্ত্রীর নিন্দা না করা ৫৩
ঘরে প্রবেশের আগে সাজুগুজু করার জন্য স্ত্রীকে সুযোগ দেওয়া ৫৩
স্ত্রীর অসুস্থতার সময় নিজে দেখভাল করা ৫৪
স্ত্রীকে সুসংবাদ দেওয়া ৫৪

২

নবদম্পতির প্রতি নবীজীর ﷺ উপদেশ

১। আমন্ত্রিত অতিথিরা নবদম্পতির জন্য দুআ করা ৫৬
২। বিয়ের রাতে নববিবাহিতের জন্য দুআ ৫৭
৩। বিয়ের রাতে বৈধ আনন্দ-বিনোদন ৫৭
৪। বিয়ের এলান করে দফ বাজানো ৫৯
৫। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে নারী ও শিশুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ৬৩
৬। স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করা ৬৩
৭। স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক ৬৫
৮। স্বামীর ওপর স্ত্রীর হক ৬৬

৯। নারীদের প্রতি হারাম সাজুগুজুর নিষেধাজ্ঞা ৬৭
১০। মিলনের আগে প্রফুল্লতা ও হৃদ্যতা প্রকাশ করা ৭০
১১। সংসার শুরু করার আগে নিয়ত বিশুদ্ধ করা ৭১
১২। সহবাসের আগে স্ত্রীর সাথে আমোদ-ফুর্তি করা ৭৩
১৩। স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে তার জন্য দুআ করা ৭৪
১৪। স্ত্রীকে নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করা ৭৫
১৫। স্বামীর যৌন চাহিদা পূরণ করতে অসম্মতি না জানানো ৭৬
১৬। স্ত্রীর অনীহার আশঙ্কা থাকলে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া ৭৭
১৭। পায়ুপথে সহবাস করার নিষেধাজ্ঞা ৭৮
১৮। সহবাসের সময় শয়তানকে দূরে রাখতে দুআ পড়া ৮০
১৯। বৈধ বিভিন্ন পন্থায় সহবাস করা ৮০
২০। হায়েয অবস্থায় সহবাস ছাড়া স্ত্রীর সাথে যা খুশি করা ৮২
২১। স্ত্রী ছাড়া অন্যদের থেকে সতর সংযত রাখা ৮২
২২। দ্বিতীয়বার সহবাস করার আগে ওযু করা ৮৪
২৩। সহবাস করে ঘুমানোর আগে ওযু করা ৮৫
২৪। সহবাস-বিষয়ক গোপনীয়তা রক্ষা করা ৮৬
২৫। জুমুআর রাতে সহবাস করার ফযিলত ৮৬
২৬। স্বামী-স্ত্রী একসাথে গোসল করার বৈধতা ৮৭
২৭। হায়েয অবস্থায় সহবাস না করা ৮৭
২৮। হায়েয অবস্থায় সহবাস করলে কাফফারা দেওয়া ৮৮
২৯। সকালে ঘুম থেকে উঠে সালাম ও দুআ করা ৯২
৩০। বিয়ের পরের দিন ওয়ালিমা আয়োজন করা ৯৩

আরও দুটি উপদেশ

৩১। হারাম-সংশ্লিষ্ট ওয়ালিমায় উপস্থিত না হওয়া ৯৪
৩২। ওয়ালিমার অতিথিরা নবদম্পতির জন্য দুআ করবে ৯৪

উৎসর্গ

আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে

—অনুবাদক ও সংকলক

১

দাম্পত্য জীবনে নবীজীর ﷺ আচরণ[১]

মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ
অনূদিত

[১] গ্রন্থটি *মাওকিয়ূ নুসরাতি রাসূলিল্লাহ* ﷺ কর্তৃক প্রকাশিত। এই প্রকাশনার কার্যক্রম মিসর, লেবানন ও সিরিয়ার বিজ্ঞ উলমায়ে কেরাম দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত—আদর্শ ও শিক্ষা প্রচার-প্রসারে কাজ করে যাচ্ছেন। বইটিতে কোনো লেখকের নাম নেই। প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এভাবেই অনুবাদ ও প্রকাশ করার অনুমতি দেন।

ভূমিকা

নিঃসন্দেহে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরা পরম সৌভাগ্যবতী ছিলেন। স্বামী হিসেবে তারা পেয়েছিলেন দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ একজন মানুষ। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, একজন নারীর সাথে কেমন আচরণ করতে হয়। তিনি তাদের নরম কোমল হৃদয়ের গভীরে জায়গা করে নিয়েছিলেন। তাদের সাথে আদরের স্বরে কথা বলেছেন। তাদের দ্বীনি ও জাগতিক উভয় কাজে সহযোগিতা করেছেন।

উম্মাহাতুল মুমিনিন—নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদুষী স্ত্রীরা কতই না উত্তম ছিলেন! সীরাত ও অন্যান্য গ্রন্থে উম্মাহাতুল মুমিনিনদের আলোচনা রয়েছে। এসব গ্রন্থে তাদের এমনসব গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, যা এক কথায় অসাধারণ! তারা সবাই ঘন ঘন রোযা রাখতেন, বেশি বেশি নফল নামায আদায় করতেন। ফলে তারা আল্লাহ তাআলার অতি নৈকট্য ও অন্ধকার রজনিতে তাঁকে ডাকার বিষয়টা উপভোগ করতেন। সে জন্যই তারা এত বড় মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। মুমিনদের মা ও দুনিয়া-আখেরাতে মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী হতে পেরেছেন। তারা আল্লাহ ও নিজেদের মধ্যের সম্পর্ক স্বচ্ছ রেখেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখেরাতকে স্বচ্ছ করে দিয়েছেন।

এ গ্রন্থটি যারা পড়ছেন, তাদের অধিকাংশই বিবাহিত অথবা বিবাহিত না হলেও নিজেদের মা-বাবা অথবা বন্ধুদের মাধ্যমে বৈবাহিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ করে থাকবেন। বর্তমান যুগে বৈবাহিক জীবনের সুখ এত বিরল হয়ে গেল কেন? এটা কি কালের দোষ? না, বরং এটি আমাদেরই দুর্বলতা; নারী-পুরুষ উভয়েরই। ইসলামী আদর্শকে ভুলে গিয়ে বস্তুগত সংস্কৃতির আগ্রাসনে আমরা আমাদের সংসার-জীবনকে নষ্ট করে ফেলেছি। প্রিয় নবীজীর শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছি আমরা। আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের চেষ্টা না করে প্রকাশ্যে তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছি। পাপ করার সময় মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমার চোখ ও অন্তর এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর দৃষ্টির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি।

পথ একটিই—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ। এই পথে চললেই কেবল প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রী সুখী হবে। সেই প্রকৃত শান্তি অনুভব করতে পারবে, যা বৈবাহিক জীবনে আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমরা অজ্ঞতাবশত তা থেকে দূরে সরে গেছি।

স্ত্রীর সাথে কোমল আচরণ

স্ত্রীকে তার সবচেয়ে প্রিয় নামে ডাকা

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে কখনো তার নামের শেষের তা ফেলে দিয়ে 'ইয়া আয়িশু' বলে ডাকতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'হে আয়িশু, জিবরাঈল তোমাকে সালাম দিয়েছেন!' আমি বললাম, 'তাঁর ওপরও সালাম বর্ষিত হোক।'[২]

কখনো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আদর করে হুমাইরা ডাকতেন। এর মূল হলো, হামরা। অভিধানে যদিও এর অর্থ লাল, কিন্তু আরবরা যখন হুমায়রা বলে, তখন এর অর্থ হয়, সাদা। যেমনটি ইবনে কাসীর *আল-বিদায়া আন-নিহায়া* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী থেকেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

সহীহ মুসলিমে এসেছে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা অবস্থায় তাঁর এক স্ত্রীকে চুম্বন করতেন। এ কথা বলে তিনি হেসে দিলেন। অর্থাৎ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে চুম্বন করতেন।[৩]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে আরেক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পরিপূর্ণ মুমিন হচ্ছে যার চরিত্র ভালো এবং নিজের স্ত্রীর সাথে কোমল আচরণ করে।[৪]

উপরোক্ত হাদীসগুলোর মাধ্যমে জানা গেল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের প্রতি কেমন যত্নশীল ছিলেন এবং বিশেষ করে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে কেমন আচরণ করতেন।

[২] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৪৪৭; হাদীসটির মান সহীহ।
[৩] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১১০৬; হাদীসটির মান সহীহ।
[৪] *সুনান আত তিরমিযি*, হাদীস নং ২৬১২; হাদীসটি সহীহ।

স্ত্রীর মুখে লুকমা তুলে খাওয়ানো

স্ত্রীর সাথে কোমল আচরণের আরও একটি দিক হলো, তার মুখে তুলে খাওয়ানো।

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অসুস্থ থাকায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন, এমতাবস্থায় তিনি (সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস) মক্কায় দুনিয়া ত্যাগ করতে অপছন্দ করছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা আফরার ছেলের প্রতি দয়া করুন। তখন আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, আমি কি আমার সব সম্পদ আল্লাহর রাস্তার জন্য ওসিয়ত করে দেব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক দিয়ে দেব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ করতে পারব? তিনি বললেন, তা পারবে, তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। শোনো, মানুষের কাছে হাত পাততে হয়, তোমার উত্তরাধিকারীদের এমন দরিদ্র অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম। তুমি তাদের জন্য যা খরচ করবে তা-ই সদকা হবে। এমনকি যে লুকমাটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দেবে তা-ও সদকা।[৫]

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, স্ত্রীর মুখে তুলে খাওয়ালে শুধু তার মন জয় করা ও তাকে সহযোগিতা করাই হবে না, বরং এটি একটি সদকাও বটে, যার জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদান রয়েছে।

অতএব স্ত্রীর যত্ন নেওয়ার একটি দিক হলো, তাকে নিজ হাতে খাওয়ানো। এর অনেক প্রভাব রয়েছে। প্রিয় ভাই, এই কাজটি করতে কি খুব কষ্ট হয়! এটি তো কেবল একটি ভালো ব্যবহার, হাদীসের অনুসরণ, সওয়াবের অন্বেষণ, স্ত্রীকে সহযোগিতা করে তার মন জয় করা। তো প্রিয় ভাই, এই কাজটি করতে শরীয়ত আপনাকে আদেশ দিয়েছে, যাতে করে স্ত্রীর সাথে আপনার সম্পর্ক ভালোভাবে গড়ে তুলতে পারেন।

[৫] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২৭৪২।